কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় এক সাব ডিলার ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও বিতান কুমার মন্ডল।

এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা রোডের মেসার্স কৃষি বিতরণী নামের সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এসময় ওই কৃষকের অভিযোগের সত্যতা পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। কৃষকের কাছ থেকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত সিনজেনটা কোম্পানির থিয়োভিট সারের মোড়কে লেখা মূল্যের অতিরিক্ত ৪০ টাকা দাম বেশি বেশি রেখেছে ওই সাব ডিলার।

এসময় সাব ডিলার ফারুককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিতান কুমার মন্ডল বলেন, এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ এক সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে চুরিকৃত ছাগল সহ ২ জন চোর আটক

মুজিবনগরে ছাগলসহ দুজন ছাগল চোরকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার মধ্যে রাতে ভবরপাড়া গ্রামের আকালি দফাদার ও একই গ্রামের প্রভাত মন্ডলের বাড়ি থেকে ছাগল চুরি করে দুপুরের দিকে

বিক্রির উদ্যেশে নিয়ে যাবার সময় আনন্দবাস-বাগোয়ান তিন রাস্তার মোড়ে পাকড় গাছের কাছে থেকে তাদের আটক করে স্থানীয় জনতা।

পরে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যেয়ে ২টি ছাগলসহ চোর দুজনকে থানা হেফাজতে নিয়ে আসে। থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে চোর দুজন তাদের ছাগল চুরির সত্যতা স্বীকার করেন।

আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর উত্তরপাড়ার আরজ আলীর ছেলে সুইট আলী (২৬) ও ভবরপাড়া গ্রামের মুজিবনগর কমপ্লেক্স গেট পাড়ার সাইদ শেখের ছেলে রুবেল শেখ (২২)। আটকের পর আকালি দফাদার বাদী হয়ে মুজিবনগর থানায় তাদের দুজনের নামে একটি মামলা দায়ের করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল জানান, বৃহস্পতিবার দুপরে আনন্দবাসের কিছু জনগন দুজন চোরকে আটক করেছে এমন সংবাদ শুনে পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের থানা হেফাজতে নিয়ে আসে।

থানায় এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে ১ নং আসামী সুইট আলী চুরি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। এদিকে ছাগল মালিক আকালি দফাদার বাদী হয়ে তাদের নামে থানায় মামলা দায়ের করে।

কর্মকর্তাসহ ৪৬ পুলিশের বিরুদ্ধে জেলা ছাত্রদল সভাপতির স্ত্রীর আদালতে মামলা

ভোলা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আরমান হোসেনসহ ৪৬ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা মামলা দায়ের করেছে নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত।

বৃহস্পতিবার (১১ আগস্ট) দুপুরে ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ মামলা দায়ের করেন তিনি।

ভোলা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক তথ্যের নিশ্চিত

করেন।

বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আমিরুল ইসলাম বাসেত জানান, নিহত ভোলা জেলা ছাত্রদল সভাপতি নিহত নুরে আলমের স্ত্রী ইফাত জাহান সিফাত বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার ভোলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪৬ জনের বিরুদ্ধে এ হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। আদালত আগামী ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব তথ্য প্রমাণাদি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার অভিযোগে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে ভোলা জেলা বিএনপি। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সদর রোডে যাওয়ার সময় পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী এবং ১০ পুলিশ সদস্য আহত হয়। ওইদিন আব্দুর রহিম নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত হন। গত ৩ আগস্ট ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই ঘটনায় গুরুতর আহত জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরে আলম মারা যান।

মেহেরপুরে তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির আত্মসর্ম্পণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি ধলা গ্রামের তিন ভাই হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আছির উদ্দীন
(৪২) আদালতে আত্মসমর্পন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) দুপুরে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আছির উদ্দীন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মৃতু হোচেন আলীর ছেলে।

চাঞ্চল্যকর তিন ভাই হত্যা মামলাটি ২০১৬ সালের ১৯ মে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেএম মুসা এক জনাকীর্ণ আদালতে এ রায় ঘোষণা করেন।

এই মামলার ১ নং এজাহার নামীয় আসামি দুখু বাহিনীর প্রধান দুখুকে মৃত্যুদন্ড, আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। এছাড়া আছির উদ্দীন ও তোজাম্মেল হককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। রায় ঘোষণার সময় তিনজনই পলাতক ছিল। পরে আছির উদ্দীন গোপনে মালেশিয়া পালিয়ে যান।

উল্লেখ্য, চাঁদার দাবী করে না পেয়ে ২০০৮ সালের ৩১ আগষ্ট রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মোসলেম আলীর ছেলে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের তৎকালিন সদস্য (মেম্বর) ইন্দাদুল হক, বড় ভাই জাহিদুল ইসলাম রুহুল আমিন ওরফে উলামিনকে মধ্যরাতে ঘর থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে এনে উঠানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। বাহিনী প্রধান দুখুর নেতৃত্বে প্রায় ৩০/৪০ জন দূর্বত্ত এই নৃশংস হত্যাকান্ডে অংশ নেয় বলে এলাকাবাসি জানান।

এঘটনার পরদিন নিহত জাহিদুল ইসলামের স্ত্রী রেনুকা খাতুন বাদি হয়ে দুখু বাহিনী প্রধান মিনহাজ উদ্দিন দুখু, তোজাম্মেল, আছিম উদ্দিন, আব্দুল মালেক নাহারুল ইসলাম, আজিজুল হক, সাবদার আলী, কাবুল ইসলামসহ ৩২ জনকে এজাহার নামীয় আসামি ও ১০/১২ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

গাংনী থানার মামলা নং ১, তারিখ ০১/০৯/২০০৮। জিআর মামলা নং ৩৬২/২০০৮, সেশন মামলা নং ৭৮/২০১০, ধারা ৩০২/৩৪ পেনাল কোড।

গাংনী থানার এস আই মোরাদ আলী ও শফিকুল ইসলাম মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।
মামলায় ৪০ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন

এবার গ্রেফতার তালেবের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিওরিটি আইনে মামলা

নিজের ফেসবুক লাইভে এসে প্রধানমন্ত্রীকে গালি দেওয়া তালেবকে (৪২) নামে ২০১৮ সালের ডিজিটাল সিকিওরিটি এ্যাক্ট এর ২৫/২৯/৩১ ধারায় একটি মামলা এফআইআরভুক্ত হয়েছে। মামলার নং ৮, তারিখ ১০/০৮/২০২২ ইং।

গাংনীর সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শেখ আনিসুজ্জামান লুইস বাদী হয়ে গাংনী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেছেন। তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বুধবার (১০) দিবাত রাতে গাংনী উপজেলার সহোগলপুর গ্রামে অভিযান চালিয় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আবু তালেব গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের হাটপাড়া এলাকার হারুন অর রশিদ ওরফে হারুর ছেলে।

জানা গেছে, সরকার জ্বালানীর দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়ার পর গত শনিবার রাতে নিজ ফেইসবুক আইডিতে লাইভে এসে আবু তালেব প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে গালিগালাজ করেন।

বিষয়টি ব্যাপক ভাইরাল হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর প্রশাসের মধ্যে তোলপাড় হয়। সেদিন থেকেই পুলিশের পৃথক টিম বিভিন্ন স্খানে অভিযান শুরু করলে আত্মগোপনে চলে যান এই ব্যক্তি।

ডিবির ওসি সাইফুল আলম বলেন, উর্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে তাকে গ্রেফতারের জন্য ডিবি ও গাংনী থানা পুলিশ দুই দিন ধরে যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। পরে গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে তাকে আটক করে প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়। পরে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ আগষ্ট) গ্রেফতারকৃত আবু তালেবকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হবে।

কুষ্টিয়ায় ফুজি আইসক্রিমের মালিককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

বিএসটিআইয়ের (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন) কোনো অনুমোদন নেই। অথচ আইসক্রীমের মোড়কে তাদের লোগো রয়েছে। এভাবেই এসব আইসক্রীম বিপণন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কোণ এবং চকবার আইসক্রিম তৈরি করা হচ্ছে, ফুজি রোবু ড্রিংকস এর ভেতরে কোন ভিটামিন না থাকা সত্ত্বেও প্যাকেটের গায়ে লেখা হচ্ছে ২৩% ভিটামিন সি রয়েছে।

কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাসে ‘ফুজি আইসক্রীম’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কারখানায় বুধবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে এসব তথ্য পান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। পরে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করে তা আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্বৃ দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, কুষ্টিয়ায় বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কোণ এবং চকবার আইসক্রিম তৈরি করা হচ্ছে, পাশাপাশি বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়াও ফুজি রোবু ড্রিংকস এর ভেতরে কোন ভিটামিন না থাকা সত্ত্বেও প্যাকেটের গায়ে লেখা হচ্ছে ২৩% ভিটামিন সি রয়েছে।

অভিযানকালে কারখানার ভেতরে উৎপাদিত খাবারসামগ্রীর মোড়কে বিএসটিআইয়ের সিল দেখা গেছে। কিন্তু, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা এসংক্রান্ত কোনো অনুমোদনপত্র দেখাতে পারেননি।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ফুজি আইসক্রিম এর কারখানা মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৪ ধারায় ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, মেহেরপুর সদর থানার বামনপাড়া গ্রামের জবান আলী শেখের ছেলে ছলিম উদ্দীন ওরফে কটা (৪৩) ও গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের আহাদ আলীর ছেলে মইদুল ইসলাম (৪৫)।

মঙ্গলবার দিবাগত মধ্যরাতে পুলিশের পৃথক দুটি অভিযানে এই দুই আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানা ও সদর থানার ডিউটি অফিসার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে

গ্রেফতার ৯ জন

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে ৭ জন আসামি গ্রেফতার।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ৩ জন ও জিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল থেকে আজ সোমবার (৯ আগষ্ট) ভোররাত পর্যযন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী ও সদর থানা পুলিশ সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (৯ আগষ্ট) গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্তসহ ২ আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি জিয়ারুল ইসলাম জিয়া (৪০)সহ ২ আসামিকে গ্রেফতার করেছেন মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম।

জিয়ারুল ইসলাম জিয়া মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার মজিবুর রহমানের ছেলে। ও অপরজন হলেন গোভিপুর গ্রামের মৃতু সদর আলী মোল্লার ছেলে আলী সিদ্দিক বাবু।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এএসআই শাকিল গোপন সংবাদে সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জিয়াকে গ্রেফতার করেন।

এএসআই শাকিল জানান, একটি মাদক মামলায় আদালতের সাজাপ্রাপ্ত আসামি জিয়া বাড়িতে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার নামের জিআর মামলা নং ২৫০/১৮।

অপর একটি অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৩৬৫/১৫ মামলার আসামী আলী সিদ্দিক ওরফে বাবু (৫৫) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার (৮ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে পৃথক এ অভিযান দুটি চালান এএসআই শাকিলের নেতৃত্বে পুলিশের টীমটি।

আজ সোমবার (৯ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান এএসআই শাকিল।

চুয়াডাঙ্গায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃমিঃ নামে ২ কোটি টাকার মামলা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার মেসার্স কামাল উদ্দিন আহমেদ জার্মানী কোম্পানি বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর নামে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তুলে মামলা করেছে।

চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এই মামলা দায়ের করেন দর্শনার পরিবেশক মোঃ কামাল উদ্দিন সান্টু।

সোমবার দুপুরে ঈজ ১৫৪/২২ মামলায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল ইসলাম, সিড ম্যানেজার বিধান চন্দ্র পাল, রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ শামসুল ইসলাম বিজ্ঞ আদালতে জামিন নিয়েছেন।

মামলা সুত্রে জানা যায় ২০০৫ সালে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌরসভার প্রতিষ্ঠিত কীটনাশক ব্যবসায়ী মেসার্স কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে জার্মানি কোম্পানি বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ

লিমিটেডের সাথে ব্যবসায়ী চুক্তিবদ্ধ হয়।

বায়ার ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেড তার সাথে দীর্ঘ ১৫ বছর ব্যবসা করে। এর মধ্যে কোম্পানি কাছে নির্ধারিত পাওনা কমিশন বাবদ ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ী কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টুকে টাকা না দিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে ঘুরাতে থাকে।

২০২০ সালে করোনা আক্রান্ত হয়ে কামাল উদ্দিন আহমেদ সান্টু লাইফ সাপটে ৪০ দিন জীবনের সাথে যুদ্ধ করে বেচে আসলে, পরবর্তিতে কোম্পানি অন্য জায়গায় পরিবেশক নিয়োগ দেন।

কোম্পানির কাছে বার বার তাহার পাওনা কমিশন ও তাদের অফিসারের নির্দেশে মাঠ কর্মির দ্বারা ৮% কম মুল্য বিক্রয় করে দেওয়ায় ক্ষতিসাধিত সহ ২ কোটি টাকা দাবি করে কোম্পানটির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল ইসলাম সহ ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।